দৈনিক জনকণ্ঠ

44

তারিখ … MAR. 1 4 1999 …
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

শিক্ষার্থীরা আগ্রহ হারাচ্ছে প্রকৌশল শিক্ষায়!

মু. নূরুল করিম ভূঁইয়া

উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতিবছর হাজার হাজার মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। দেশের সবচাইতে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের দু'টি শিক্ষার প্রতি, এ যাবতকাল প্রবল আগ্রহ ছিল লক্ষণীয়। একটি হলো মেডিক্যাল শিক্ষা, অপরটি হলো প্রকৌশল শিক্ষা। মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ১৪টির অধিক হলেও প্রকৌশল শিক্ষার ক্ষেত্র তেমন বিস্তৃত নয়। মাত্র ৪টি বিআইটি ও ১টি বুয়েটের মাধ্যমে আমাদের প্রকৌশলীরা গড়ে ওঠে। BANGLADESH BUREAU OF EDUCATIONAL INFORMATION AND STATISTICES (BANBEIS)-এর হিসাব অনুযায়ী, চারটি বিআইটির মোট ছাত্র সংখ্যা ২৪৮০ এবং শিক্ষক সংখ্যা ২৪৭ জন। ৪টি বিআইটি ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় অবস্থিত। শুধু ঢাকা বিআইটিতে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে পাস করা ডিপ্লোমাধারীরা ভর্তির সুযোগ পায়। বাকি তিনটিতে গোটা দেশ থেকে বিজ্ঞান গ্রুপের বাছাইকৃত ছাত্রদের ভর্তি করা হয়। রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম বিআইটিতে শুধু সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল—এ তিনটি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ আছে। প্রতিবছর মেধার ভিত্তিতে এবং ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতি বিভাগে ৬০ জন করে, প্রতি বিআইটিতে ১৮০ ছাত্র ভর্তি করা হয়। ৪ বছরের এ শিক্ষা গ্রহণ শেষে কর্তৃপক্ষ প্রকৌশলী স্বীকৃতিস্বরূপ সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে। মেধার এই তীব্র লড়াইয়ে নিজের আসনটি অলঙ্কৃত করে একজন শিক্ষার্থী স্বপ্নের জাল বোনা শুরু করে একজন প্রকৌশলীর মতোই। কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই নেমে আসে হতাশার তমসা। কিন্তু কেন এই হতাশা?

শিক্ষকের অভাব

শিক্ষার এ বিষয়টিকে পুরোপুরি বলা যায় টেকনিক্যাল। কিন্তু এ ধরনের টেকনিক্যাল বিষয়ের জন্য প্রতি ১০০ শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক মোটেই কাম্য নয়। অথচ উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই প্রতি ২৫/৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষকের ব্যবস্থা রয়েছে।

সরকারের উদাসীনতা

মেধাবী ছাত্রদের মাত্র ৫.৪% এ শিক্ষায় ভর্তির সুযোগ পেলেও সরকার যেন এদের ব্যাপারে উদাসীন। আমরা যখন সম্প্রতি অর্থনৈতিক মজবুতী অর্জনকারী রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকাই, তখন আমাদের কাছে সে দেশের প্রকৌশল শিক্ষার গুরুত্বের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। মালয়েশিয়ার মাহাথির মোহাম্মদ যখন তাঁর দেশের শিক্ষার্থীদের উন্নত প্রকৌশল শিক্ষার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে শুরু করলেন, তখনই সে দেশ অর্থনৈতিক মজবুতী অর্জন করতে শুরু করল। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রকৌশলীদের কাজে লাগিয়ে দেশ উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সময়ের দাবি।

এটি সর্বজনবিদিত সত্য যে, লুক্কায়িত সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য প্রয়োজন সঠিক ব্যবস্থা। একজন শিক্ষার্থী যখন তার মাঝে উপস্থিত যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে পারে না, অমনই ভেঙ্গে যায় প্রতিভার সকল অনুরণন। ফলে জীবনে নেমে আসে হতাশার গ্লানি। যোগ্যতা হয়ে যায় স্থবির। জীবন গতি হয়ে যায় মন্থর।

বিদেশ পাড়ি দেয়া

প্রকৌশল শিক্ষা শেষ করে যখন একজন শিক্ষার্থী আস্তে আস্তে কর্মজীবনে পা দিতে যায়, তখনই পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা চিন্তা করে তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় বিদেশ পাড়ি দেয়ার। এতে করে দেশ হারায় একজন প্রকৌশলী। সরকার হারায় তার অনেক দিনের পুঁজিতে গড়ে তোলা মেধাকে। এ ধরনের একটি অবস্থা আমাদের মতো রাষ্ট্রের জন্য মোটেই ভাল দিক নয়।

বুয়েট শিক্ষা

বিআইটি ছাড়াও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশলী তৈরির কারখানাটি হলো বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। এ জ্ঞান কেন্দ্রে ৭২৫ জন ছাত্রছাত্রীকে অধ্যয়ন করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। ৫টি অনুষদে মোট ১১টি বিভাগে পড়ালেখার সুযোগ রয়েছে।

ডিপ্লোমা কোর্স

দেশের ২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে এ কোর্স সম্পন্ন করা হয়। BANBEIS-এর হিসাব অনুযায়ী ১৫১৪৩ জন শিক্ষার্থী এ সকল টেকনিক্যাল কলেজে অধ্যয়নরত। এদের জন্য রয়েছে ৯১৫ জন শিক্ষক। সন্ত্রাসের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে ইতোমধ্যে দেশের খ্যাতনামা কলেজ ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। ২ বছর অতিবাহিত হলেও সরকারের নেই এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা।

আগ্রহ বাড়াতে হবে

আমরা আর মাত্র ক'টা দিন পরেই পদার্পণ করতে যাচ্ছি একবিংশ শতাব্দীতে। বিশ্বের সকল আয়োজন আমাদের সামনে পরিষ্কার। তথ্য বিপ্লবের এই শতাব্দীর জন্য চাই বিশ্ব জয় করার মতো সাহসী যোদ্ধা। কিন্তু আমাদের সাহস আছে, নেই শুধু স্বপ্ন, প্রয়োজন শুধু সিদ্ধান্তের। তাই একটি নতুন শতাব্দীকে স্বাগত জানানোর জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে চাই। সকল হতাশা, নিরুৎসাহকে শক্তিতে পরিণত করে এগিয়ে যাব সিদ্ধান্তের মঞ্জিলে। তাই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আমাদের দক্ষ প্রকৌশলীদের হতাশার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রকৌশল শিক্ষাকে শক্তিশালী ও বিস্তৃত করতে হবে।

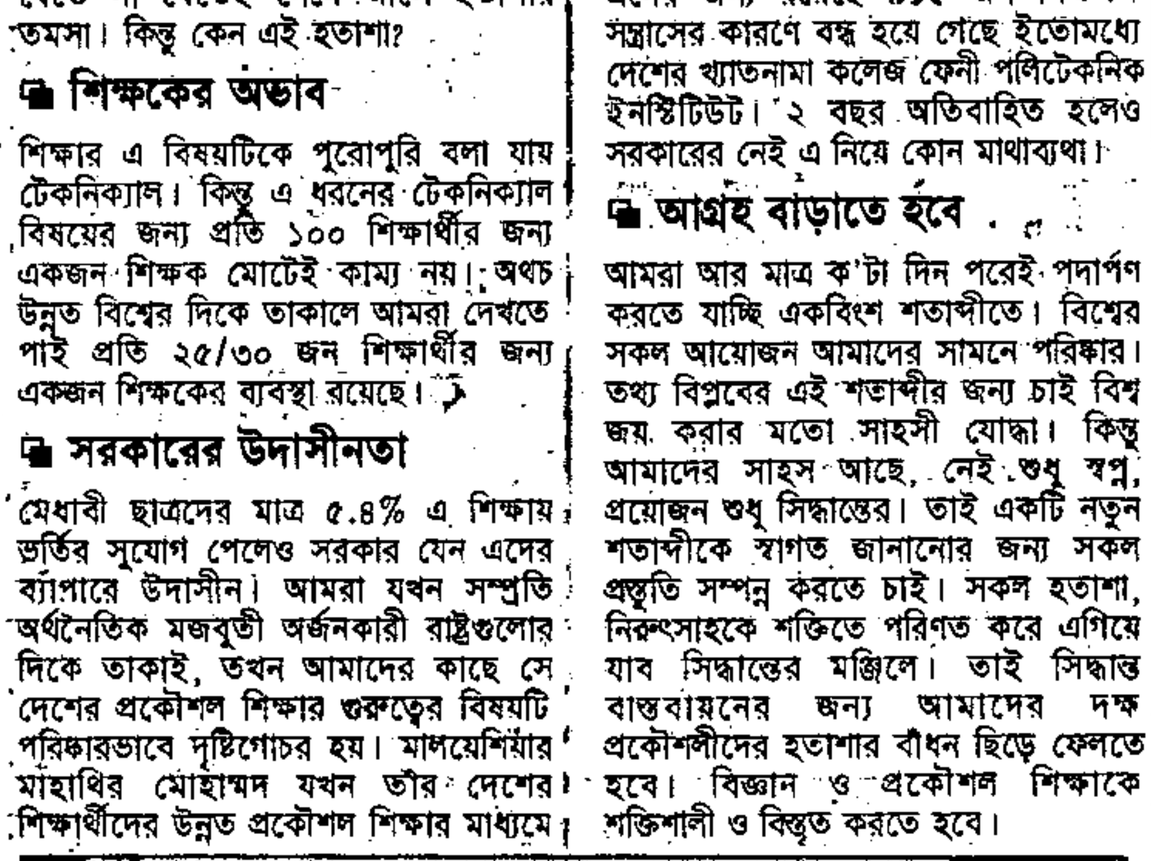

প্রকৌশল শিক্ষার তীর্থভূমি বুয়েট ক্যাম্পাস —জনকণ্ঠ